প্রশ্ন: "রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ"- আলোচনা কর।

ধ্বনিবাদীদের মতে কাব্য হচ্ছে সেই বাক্য, রস যার আত্মা। কোহয়ং রসঃ- এই 'রস' জিনিসটি আবার কী। কাব্যের তত্ত্ববিচার কাব্যের কঙ্কাল নিয়ে নাড়াচাড়া। রসতত্ত্ব রস নয়, তত্ত্বমাত্র। কাব্যের রস বিচারে মানুষকে কাব্যরসের আস্বাদ দেয় না। সে আস্বাদ দরদী লোকের মন দিয়ে অনুভূতির জিনিস। আলংকারিকদের ভাষায় সে রস হচ্ছে 'সহৃদয় হৃদয়সংবাদী' এবং কাব্যরসাস্বাদী সহৃদয় লোকের মনের বাইরে রসের আর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ ওই আস্বাদই হচ্ছে রস। যদিও আমরা বলি 'রসের আস্বাদ'। রস ও স্বাদের মধ্যে একটা কাল্পনিক ভেদ স্বীকার করেই ওরকম বলা হয়। যেমন আমরা কথায় বলি 'ভাত পাক হচ্ছে' যদিও পাকের যা ফল তাই ভাত। তেমনি যদিও কথায় বলি 'রসের প্রতীতি বা 'অনুভূতি', কিন্তু ওই প্রতীতি বা অনুভূতিই হচ্ছে রস। সুতরাং বলা যেতে পারে, কাব্যরসের আধার কাব্যও নয়, কবিও নয়, সহৃদয় পাঠকের মন।

রস যখন এক রকমের মানসিক অবস্থা, তখন তার পরিচয় দিতে হলে প্রথমেই বলতে হবে কী করে মনে এ অবস্থায় উদয় হয়। মানুষের কী করে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। একথা বোঝাতে গিয়ে দার্শনিক কান্ট দেখিয়েছেন যে তাতে দুরকমের অবদান আছে-মানসিক ও বাহ্যিক। বাহ্যিক উপাদান ইন্দ্রিয়ের পথে মনে প্রবেশ করে, তারপর মনের কতকগুলি তত্ত্ব ওই বাহ্যিক উপাদনের ওপর ক্রিয়া ক'রে তাকে এক বিশেষ পরিণতি ও আকার দান করে। এইভাবে বাহ্যিক উপাদান জ্ঞানে পরিণত হয়। অর্থাৎ বাহ্যিক উপাদান ও মানসিক তত্ত্ব ও দুয়ের সংযোগ হলে তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

জ্ঞানের মতই রসের বিশ্লেষণেও দুরকমের উপাদান পাওয়া যায়। এই উপাদান দুটি মানসিক ও বাহ্যিক। রসের মানসিক উপাদান হল মনের 'ভাব' নামক চিত্তবৃত্তি বা 'ইমোশন'গুলি। আর রসের বাহ্যিক উপাদান হল কবির সৃষ্টি কাব্য। আলংকারিকদের মতে কাব্যজগতে ওই বাহ্যিক উপাদানের ক্রিয়ার মনের ভাব রূপান্তরিত হয়ে রসে পরিণত হয়। সুতরাং আলংকারিকদের মতে রস জিনিসটি লৌকিক বস্তু নয়। মনের যেসব 'ভাব' রূপান্তরিত হয় তারা অবশ্য লৌকিক।

কিন্তু এই ভাব বা ইমেশান রস নয় এবং মানুষের মনে যেসব বস্তু বা ঘটনা এই ভাব'কে জাগিয়ে তোলে তাও কাব্য নয়। 'শোক' একটি মানসিক ভাব বা ইমোশন। লৌকিক জগতের বাহ্যিক কারণে, যেমন কোনো প্রিয়জনের মৃত্যুতে, মনে শোক জেগে মানুষ শোকার্ত হয়। কিন্তু শোকার্ত লোকের মনের 'শোক' তার কাছে 'রস' নয় এবং সে শোকের কারণটিও কাব্য নয়। কবি যখন তাঁর প্রতিভাবলে এই লৌকিক শোক ও তার কারণের এক অলৌকিক চিত্র কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন, তখনই পাঠকের মনে রসের উদয় হয়। এই রসের নাম করুণ রস। এই করুণ রস শোকের 'ইমোশন' নয়। শোক আমাদের মনকে দুঃখ দেয়। কিন্তু কবির কাব্য মনে যে করুণরসের সঞ্চার করে, তা চোখে জল আনলেও মনকে পূর্ণ করে এক অপূর্ব আনন্দে। করুণরস যদি দুঃখেরই কারণ হত তবে রামায়ণ প্রভৃতি করুণরসের কাব্যের দিকেও কেউ যেত না। কিন্তু করুণরসের আনন্দ কাব্যরসিক মানুষকে নিয়তই সেদিকে টানছে। Our sweetest songs are those that tell of saddest thought-একথা বলেছেন পাশ্চাত্যের কবি। আলংকারিকেরা বলবেন, ঠিক কথা কিন্তু মনে থাকে যেন, tell of saddest thought। যে বাস্তব ঘটনা মনে সোজাসুজি sad thought আনে, তা sweet-ও নয়, song-ও নয়। কবি যখন কাব্যে saddest thought-এর কথা বলেন, তখনি তা sweetest song হয়।

ভাব ও রসের, বস্তুজগৎ ও কাব্যজগতের এই ভেদকে সুস্পষ্ট প্রকাশের জন্য আলংকারিকরা বলেন, রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ। ব্যবহারিক জগতের শোকে, হর্ষ প্রভৃতি নানা লৌকিক কারণ মানুষের মনে শোক, হর্ষ প্রভৃতি লৌকিক ভাবের জন্ম দেয়। এর কোনোটি সুখের কোনোটি দুঃখময়। কিন্তু ওই সকল লৌকিক ভাব ও তাদের লৌকিক কারণ, কাব্যের জগতে এক অলৌকিক রূপ প্রাপ্ত হয়ে পাঠকের মনে ওইসব লৌকিক ভাবের যে বৃত্তি বা 'বাসনা' আছে, তাদের এক অলৌকিক বস্তু–'রস'–এ পরিণত করে, রসের মানসিক উপাদান যে 'ভাব' তা দুঃখময় হলেও তার পরিণাম যে 'রস' তা সর্বদাই পাঠককে আনন্দ দান করে।

সুতরাং, কাব্য ও রসের জগৎ পুরোপুরি অসত্য বা মিথ্যা নয়; আবার তা হুবহু বাস্তব লৌকিক জগৎও নয়। এটি বাস্তবকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এক নান্দনিক শিল্প-মায়া। এই জগতে দুঃখও সুখে পরিণত হয় এবং সীমানাবদ্ধ মানবচিত্ত অসীমের আনন্দ স্পর্শ করে। তাই বলা যথার্থ—"রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ।"